بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বর্ষিত আশিস ও কৃপারাজি এবং অ-আহমদী বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইতিবাচক অভিমত

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২১ অক্টোবর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

গত কয়েকদিন আমি আমেরিকায় কয়েকটি জামাতে সফরে ছিলাম যা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এমটিএ এবং জামাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে সব খবর আসত; অন্যান্য চ্যানেলগুলোও যথেষ্ট কভারেজ দিয়েছিল। সর্বত্রই আল্লাহ্ তাআলার রহমতের দৃষ্টি দেখা গিয়েছে। নিজেদের এবং অন্যদের উপর এর খুব ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মানুষজনের সাথে সাক্ষাতের পরে তাদের আবেগঘন হৃদয়ের প্রতিক্রিয়ার একটি সুদীর্ঘ তালিকা রয়েছে। সর্বত্রই নামাযে নারী, শিশু ও মানুষের উপস্থিতি ছিল প্রশাসনের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। তাদের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ থেকে এটা স্পষ্ট যে তাদের অন্তরে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও আনুগত্য রয়েছে। শিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, বয়স্ক, শিশু এবং সাধারণ ব্যস্ত মানুষ মসজিদের ভিতরে নামাযে শরিক হওয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিতেন। এই মানুষগুলোর মধ্যে এই পরিবর্তন হচ্ছে এটার বহিঃপ্রকাশ যে আল্লাহ্র রহমতে আমেরিকায় জামাতের সদস্যদের হৃদয়ে দ্বীন ও জামাত ও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। ১১ এবং ১২ বছর বয়সী শিশুরাও কোভিড টেস্টিং ইত্যাদির কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু কেউ কখনো কোনো আপত্তি-অনুযোগ করেনি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা করুন যেন এই আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টি সর্বদা আমেরিকার জনগণের মধ্যে থাকে এবং মসজিদগুলিও এইভাবে জনবহুল হয়ে ওঠে। আমেরিকায় মানুষ ধর্ম ভুলে যায়, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা আর্থিকভাবে দুর্বল, বিশেষ করে

নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের ধর্মের সাথে সংযুক্ত রাখার জন্য প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ সর্বদা তাদের আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি করুন। লাজনা, আনসার, খুদ্দাম ও আতফালরাও অনেক পরিশ্রম করে নিজেদের দায়িত্বগুলি পালন করেছে। অনেক রাত জেগে জেগে তারা প্রস্তুতি নিয়েছিল। উপস্থিতিও ছিল সর্বত্র হাজার হাজার। বায়তুর রহমানে জলসার চেয়ে বেশি উপস্থিতি ছিল, তবে তারা তাদের কাজটি খুব সংগঠিতভাবে পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ্ তাআলা করুন যেন আমেরিকার জনগণের এই পরিবর্তন সাময়িক না হয়ে স্থায়ী হয়। আল্লাহ্ তাআলা অন্যদের হৃদয়েও অসাধারণ প্রভাব ফেলেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের হৃদয়কে আরও উন্মুক্ত করুন এবং এই ব্যক্তিদের সত্য চিনতে সহায়তা করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যাইন শহরের ফতেহ্ আযীম মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কংগ্রেসম্যান, কংগ্রেসওম্যান, মেয়র, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রকৌশলী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ১৬১ জন অমুসলিম ও অ-আহমদী অতিথি অংশ গ্রহণ করেন। হুযুর আনোয়ার বেশ কয়েকজন অতিথির অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেন, যেগুলির মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হল। হুযুর আনোয়ার বলেন, যাইন সিটির মেয়র বিলি ম্যাককিনি তাঁর মন্তব্যে বলেছেন, ফতেহ্ আযীম মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতাকে স্বাগত জানাতে পারাটা আমার জন্য অনেক গর্বের। আমার ইচ্ছা এই উপাসনালয়টি যেন আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ এর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। আহমদীয়া সম্প্রদায় এই শহরের জন্য মহান সেবা করেছে যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমরা এই শহরের চাবি ইমাম জামাত আহমদীয়ার হাতে অর্পন করছি।

ইলিনয় রাজ্যের জেনারেল অ্যাসেম্বলির সদস্য মাননীয় জয়েস মেসন বলেছেন; যাইন শহরের এই মসজিদের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের অংশ হওয়া আমার জন্য সম্মানের। আজ এই শহরের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। আলেকজান্ডার ডুই তার অনুসারী ব্যতীত সকলের জন্য এই শহরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু আজ এই শহরের দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং আমি এর জন্য আহমদীয়া সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানাই। এই মসজিদটি শুধু এই শহরের জন্য নয়, আশেপাশের সকল এলাকার জন্য আশার আলো হয়ে উঠুক এটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমি এই মসজিদটি চালু করায় এই সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানিয়ে হাউসে একটি প্রস্তাব পেশ করছি। একজন অতিথি ছিলেন জেনিফার; তিনি বলেন; যখন আপনার জামাতের নীতির কথা আসে তখন তা সর্বোচ্চ পরিলক্ষিত হয়। আপনি যখন যাইন সিটিতে পা রাখেন, একটি পুরানো বিল্ডিং-এ একটি নীতিবাক্য 'সকলের জন্য ভালবাসা, ঘৃণা কারও জন্য নয়' নজরে আসে। এর প্রতিধ্বনি আপনাদের সাথে থাকে এবং এটি এই যাইন শহরের আসল আত্মা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ডালাসেও মসজিদটি উদ্বোধন করা হয়েছে, যাতে ১৪০ জন অমুসলিম ও অ-আহমদী অতিথি অংশগ্রহণ করেন। শহরের চাবি পেশকারী অ্যালেন সিটির সিটি কাউন্সিলের সদস্য বলেন; আজ বায়তুল ইকরাম মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। আমার জন্য এই অনুষ্ঠানের অংশ হতে পারা অনেক সম্মানের। আমি এর জন্য আহমদীয়া জামাতকে অভিনন্দন জানাই। আমরা এই শহরের দুঃস্থ-অভাবী লোকদের সাহায্য করার জন্য আহমদীয়া জামাতের সেবার প্রশংসা করি। এই শহরটি ভাগ্যবান যে একটি শান্তিপূর্ণ এবং মানবিক সম্প্রদায় এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। আমি চাই এই মসজিদ এই শহর ও এই অঞ্চলের জন্য আশার আলো হয়ে থাকুক।

সাদার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর রবার্ট হান্ট, তাঁকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আহমদীয়া জামাতকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে আহমদীয়া জামাতের ইমাম দুটি বিশিষ্ট বাণী প্রচারের

জন্য নিবেদিত, একটি হল ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অন্যটি হল আন্তঃধর্মীয় সংযোগ ও সম্প্রীতি স্থাপন। ইতিহাস সাক্ষী যে, আহমদীয়া জামাত নিপীড়নের শিকার হয়েছে, এই কারণেই যে এ জামাত ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় সর্বদা অগ্রগামী। যতক্ষণ না আমরা একে অপরের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সম্মান করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিভেদ কাটিয়ে উঠতে পারব না।

একজন মুসলিম অতিথি সুলতান চৌধুরী সাহেব বলেন, আহমদীয়া জামাতের ইমাম বিশ্বকে শান্তির একটি চমৎকার বার্তা দিয়েছেন। একজন মুসলিম অতিথি ডাঃ হালিমুর রহমান সাহেব বলেন যে অনুষ্ঠানের আয়োজন ও আতিথেয়তা ছিল অবিশ্বাস্য। আমাকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছিল তা আমার প্রাপ্য ছিল না। এই সব পরিবেশ দেখে আপনার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার চোখ ভিজে গেল। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে সেরা মানুষের মাঝে সময় কাটানোর সুযোগ আমি পেয়েছি।

ভিক্টোরিয়া নামে একজন মহিলা বলেছেন যে এখানে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইমাম জামাতের ভাষণ, কীভাবে ধর্মীয় মতপার্থক্য এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও আমরা সবাই একে অপরের সাথে সংযুক্ত, এবং এটি এমন কিছু বিষয় যা আজকের আন্তঃবিশ্বাসের সংলাপে অনুপস্থিত। তারপর একজন অতিথি ভদ্রমহিলা মেরি ম্যাকডারমট, যিনি এই মসজিদের একজন প্রতিবেশী এবং যার একটি বিশাল জমি রয়েছে এবং যিনি পার্কিংয়ের জন্য জায়গাও দিয়েছেন, তিনি বলেন যে আমি এই ধুলোময় জমিতে কখনও খুশি হইনি; যতটা আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য জায়গা দিতে পেরে খুশি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ডালাস থেকে পঞ্চান্ন মাইল দূরে ফোর্ট ওয়ার্থে পৌনে পাঁচ একর জমির ওপর একটি ভবন কেনা হয়েছে, যেখানে একটি গম্বুজ ও দুটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে একটি মসজিদ তৈরির জন্য। এটি একটি উত্তম জায়গা, এখানে জামাতের লোকেরা নামাযও পড়েন। আমি সেখানে মাগরিব ও এশার নামাজ পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি। ফোর্ট ওয়ার্থে বসবাসকারী একজন অতিথি আবে কির্ক, যিনি ডালাসের মসজিদের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, বলেন যে জামাতের ইমাম মহান আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুযায়ী একসঙ্গে কাজ করার বাণী দেন। তাঁর শান্তির বার্তা এবং পারমাণবিক যুদ্ধ পরিহার আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ফোর্ট ওয়ার্থের একজন গির্জার সদস্য যিনি ডালাসে এসেছিলেন তিনি বলেন, তাঁর বার্তাটি চমৎকার ছিল। খলীফার এই স্পষ্ট বাণী সকলের শোনা উচিত। একজন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বলেছেন যে খলীফার দুটি কথা আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে। একটি হল তিনি স্বীকার করেছেন যে সমাজের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে জনমত রয়েছে এবং এই জিনিসগুলি আমি আমার ছাত্রদের মধ্যে দেখতে থাকি। আরেকটি বিষয় যা আমি সত্যিই প্রশংসা করছি তা হল পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার বিরুদ্ধে খলীফার সতর্ক বার্তা। আজকের পরিস্থিতিতে এমন একটি বিজ্ঞ বার্তা শুনে খুব ভালো লাগলো।

হযুর আনোয়ার বলেন, যাইনের মসজিদ ফাতেহ আযীমে ডুই-এর মোবাহেলা প্রসঙ্গে একটি প্রদর্শনীও রাখা হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম তাঁর মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাতের তৃতীয় খন্ডে ৩২টি সংবাদপত্রের নাম লিখেছেন, যেখানে এই মুবাহেলার উল্লেখ করা হয়েছিল। আমেরিকার আহমদীয়া জামাতের গবেষণা অনুসারে, আরও ১২৮টি সংবাদপত্র পাওয়া গেছে; যেখানে এই মুবাহেলার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে, এটি শুধুমাত্র আমেরিকার ১৬০টি সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সব সংবাদপত্র ডিজিটাল আকারে এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। একইভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলগুলিও আমার সফরের খবর প্রচার করে।

পরিশেষে হযুর আনোয়ার ক্রিস্টোফার সাহেবের বয়াতের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন; যিনি

খ্রিস্টধর্ম থেকে আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে তাঁর এই বয়াত বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পুরানো এবং অভিবাসী আহমদীদের উপর ভাল প্রভাব ফেলেছিল এবং তারাও বয়াত করার সুযোগ পেয়েছিল; যা এক বিরাট আবেগঘন অবস্থার জন্ম দিয়েছিল। যাইহোক; আল্লাহ তাআলা আমার এই সফরে সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহরাজি দিয়ে কল্যাণমন্ডিত করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা ভবিষ্যতেও যেন সবসময় এরকম সহায়ক হন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) 21 October 2022 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission ....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in